জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা

রিকভারী ডিপার্টমেন্ট-১

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং-৭৮১/১৭

তারিখঃ ০৬/১১/২০১৭ ইং
২২/০৭/১৪২৪ বাং

সকল মহাব্যবস্থাপক
উপ-মহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিভিশনাল অফিস/লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা/
এরিয়া অফিস/কর্পোরেট শাখাসমূহ/
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
বাংলাদেশ।

বিষয়ঃ ১৫ নভেম্বর/১৭ হতে ১৪ ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ আদায় মাসে''বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী'' পরিপালন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

১.০০ ২০১৭ সালে ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণের হার সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয়ে প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)-২০১৭ নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং ৭৩০/১৭ তারিখঃ ০২.০৩.২০১৭ এর মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয়েছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে চলতি বছরে শ্রেণীকৃত ঋণ কমিয়ে আনতে হবে। জুন/২০১৭ ত্রৈমাসিকের সিএল বিবরনী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরের শ্রেণীকৃত ঋণ ৫৯৩৬.০০ কোটি টাকা, হার ১৪.৭৩%, যা জুন/১৭ কোয়ার্টারে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস পেয়ে ৫৩৭২.০০ কোটি টাকা, হার ১২.৬৩% এ দাড়াঁয়। জুন/১৭ কোয়ার্টারে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস পেলেও সেপ্টেম্বর/১৭ ত্রৈমাসিকে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৮২২০.০০ কোটি টাকায় এবং হার ১৮.৮৭% এ দাড়াঁয়। শ্রেণীকৃত ঋণের এমন ভয়াবহ অবস্থা আমাদের জন্য খুবই উদ্বেগজনক। বিশাল অংকের এই শ্রেণীকৃত ঋণ ব্যাংকের সাফল্যের ধারাকে প্রচন্ডভাবে বাধাগ্রস্ত করবে।

২.০০ সেপ্টেম্বর/১৭ পর্যন্ত শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ এর আদায়/হ্রাস বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শ্রেণীকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়ের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা ১১১০ কোটি টাকার বিপরীতে অর্জন ৪১৯.৪৬ কোটি টাকা যা আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রার ৩৮%। অপরদিকে অবলোপনকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়ের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা ২৬২.৫০ কোটি টাকার বিপরীতে অর্জন ৭৭.১১ কোটি টাকা যা আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রার ২৯%।

গত ০৪.১০.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৪৯২তম সভায় শীর্ষ-২০ শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ হতে আদায় অবস্থা অবহিতকরন বিষয়ক মেমো উপস্থাপন করা হলে অন্যান্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
"শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনে যে সকল কর্মকর্তা ব্যর্থ হবেন তাঁদেরকে বছরান্তে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হবে কি-না পর্ষদ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে।"

৩.০০ **শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়ের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাঠ পর্যায়ের অর্জনের পারফরমেন্স মোটেও সন্তোষজনক নয় এবং এ অবস্থা হতে উত্তরণ ঘটাতে না পারলে নিম্নরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারেঃ-**

৩.০১ শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলে ব্যাংকের মুনাফা ব্যাপক হ্রাস পাবে।

৩.০২ ব্যাংকের মুনাফা কম হলে শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে রক্ষিত প্রভিশনে ঘাটতি দেখা দিবে। ফলে মূলধন ঘাটতি হবে।

৩.০৩ ঋণ প্রবাহের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। MOU এর সীমাবদ্ধতার কারণে বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা দেবে।

৩.০৪ ব্যাংকের ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য পর্যাপ্ত তারল্যে প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় করতে না পারলে গ্রাহকের চাহিদা মেটাতে ব্যাংক আর্থিক সংকটে পড়তে পারে।

৩.০৫ অবলোপনকৃত ঋণ আদায় হলে তা ব্যাংকের প্রভিশন এবং মুনাফা উভয়কে উজ্জীবিত করবে। ব্যাংকের ব্যবসা সম্প্রসারন করা সম্ভব হবে।

৪.০০ **শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায় সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে নিম্নোক্ত কর্ম-কৌশল এর যথাযথ পরিপালন/ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবেঃ-**

৪.০১ শাখার সকল নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের জন্য অফিস নির্দেশের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে এবং প্রতি সপ্তাহে উক্ত নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ঋণ আদায় অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা করতে হবে। অর্থ্যাৎ আগামী ৩১/১২/১৭ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে মোতাবেক খেলাপী ও অবলোপনকৃত ঋণ হতে নগদ আদায় বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিষয়: **১৫ নভেম্বর/১৭ হতে ১৪ ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ আদায় মাসে"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী"পরিপালন প্রসংগে।**

৪.০২ শ্রেণীকৃত শীর্ষ-২০ ও অবলোপনকৃত শীর্ষ-২০ হতে আদায় মোটেও সন্তোষজনক নয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শীর্ষ খেলাপী ও অবলোপনকৃত প্রতিটি গ্রাহকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে হবে। মামলার কার্যক্রম যথাযথভাবে ফলোআপ করতে হবে। প্রয়োজনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ও সম্মানিত বোর্ডের সহযোগিতা নিতে হবে। যে সমস্ত ঋণের বিপরীতে জামানত অপর্যাপ্ত সে সমস্ত গ্রাহকের বন্ধকী সম্পত্তির বাহিরে অন্যান্য সম্পত্তির খোজখবর নিয়ে তা মামলায় এটাচমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.০৩ এমডি'স রিকভারী সেলসহ রিকভারী ডিপার্টমেন্ট-১,২,৩ এর নির্বাহী/কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক লোকাল অফিস, জনতা ভবন কর্পোরেট, দিলকুশা কর্পোরেট, মতিঝিল কর্পোরেট, ফরেন এক্সচেঞ্জ কর্পোরেট-ঢাকা, রমনা কর্পোরেট, ইমামগঞ্জ কর্পোরেট, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ কর্পোরেট, তোপখানা রোড কর্পোরেট, লাল দীঘি ইস্ট কর্পোরেট, ফরেন এক্সচেঞ্জ কর্পোরেট-চট্টগ্রাম ও খুলনা কর্পোরেট শাখার শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায় কার্যক্রম সরাসরি মনিটরিং করবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহের জিএম/ডিজিএম মহোদয়গণ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। এছাড়াও প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্বাহী/কর্মকর্তাগণ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অধিক শ্রেণীকৃত শাখার আদায়ের কার্যক্রম মনিটরিং করবেন।

৪.০৪ খেলাপী ঋণের বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় দীর্ঘদিনের পুরাতন ক্ষতি হিসাবে শ্রেণীকৃত ঋণের বিপরীতে মামলা দায়ের করা হয়নি। অতিসত্ত্বর অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৪৬ ধারার আলোকে মামলা দায়ের করতে হবে। মামলার যথাযথ ফলোআপ প্রতিটি বিভাগ/এরিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং লোকাল অফিস ও জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণ কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে।

৪.০৫ ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে **"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী"** পরিপালন মাসে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের নিয়ে ন্যূনতম ২টি আলোচনা সভার আয়োজন করে অধিক সংখ্যক মামলা/রিট নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.০৬ শাখার শীর্ষ ঋণগ্রহীতাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে তাদেরকে ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। উক্ত ঋণ গ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ডিএমডি মহোদয়গণসহ সিইও এন্ড এমডি মহোদয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।

৪.০৭ রিকভারী টিমের সদস্যগণকে প্রতিদিন তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঋণগ্রহীতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং ঋণ আদায় কার্যক্রমে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সরাসরি অংশগ্রহণপূর্বক আদায় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে।

৫.০০ ব্যাংকের খেলাপী ঋণসহ সকল প্রকার ঋণ হতে নগদ আদায়সহ অন্যান্য মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে **"১৫ নভেম্বর/১৭ হতে ১৪ ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত সময়কে আদায় মাস"** হিসাবে ঘোষনা করা হল। উক্ত মাসে বর্ণিত কার্যক্রম ছাড়াও **"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী"** পরিপালন করতে হবে।

"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী" পরিপালন উপলক্ষ্যে সকল বিভাগীয় কার্যালয়/এরিয়া অফিস/লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা/সকল কর্পোরেট শাখাসহ অন্যান্য শাখাসমূহকে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হলঃ

৫.০১ **ব্যানার স্থাপন:**

১৫ নভেম্বর/১৭ হতে ১৪ ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত সময়কালীন মাসব্যাপী **"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী"** পরিপালন উপলক্ষ্যে সকল শাখা ও কার্যালয়ে খেলাপী/শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় সংক্রান্ত ব্যানার শাখার সামনে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমন জায়গায় লাগাতে হবে, যার নমুনা নিম্নরূপঃ

(জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মনোগ্রাম) জনতা ব্যাংক লিমিটেড

.....শাখা/কার্যালয়

১৫ নভেম্বর/১৭ হতে ১৪ ডিসেম্বর/১৭পর্যন্ত খেলাপী ঋণ আদায় মাসে

"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী" পরিপালন করা হচ্ছে।

"শহীদের সব গুনাহ্-ই মাফ করে দেয়া হবে, মাফ হবে না শুধু তার ঋণ।"

-মুসলিম শরিফ

আসুন, আদায় মাসে খেলাপী ঋণ পরিশোধ করে ভবিষ্যত বংশধরকে ঋণ মুক্ত করি।

উল্লেখিত ব্যানারটি আবশ্যিকভাবে ডিজিটাল হবে, যার মূল্য ১,০০০/-টাকার মধ্যে হতে হবে। এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ স্থানীয়ভাবে পরিশোধ করতে হবে।

৫.০২ **ঋণ আদায়ের জন্য মাইকিং করাঃ**

১৫ নভেম্বর/১৭ হতে ১৪ ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত সময়কালীন খেলাপী ঋণ পরিশোধের জন্য পাড়া, মহল্লা ও বাজারসহ শাখা সংশ্লিষ্ট সকল জায়গায় মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.০৩ **আদায়ের জন্য সাময়িকভাবে জনবল পদস্থাপন:**

"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী" পরিপালনকালে বিশেষ ব্যবস্থায় বিভাগীয় কার্যালয়/এরিয়া অফিসসমূহ হতে যোগ্য নির্বাহী/কর্মকর্তাকে অধিক শ্রেণীকৃত ঋণ সম্পৃক্ত শাখায় সাময়িকভাবে পদস্থাপণপূর্বক শাখার সাথে যৌথভাবে শ্রেণীবিন্যাসিত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকগণ নিশ্চিত করবেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিষয়ঃ **১৫ নভেম্বর/১৭ হতে ১৪ ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ আদায় মাসে"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী"পরিপালন প্রসংগে।**

৫.০৪ **ঋণ আদায় মেলা আয়োজন:**

খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য ১৫ নভেম্বর/১৭ হতে ১৪ ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একাধিকবার খেলাপী ঋণ আদায় মেলার আয়োজন করতে হবে। ঋণ মেলা অবশ্যই জনবহুল এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে গুরুত্বপুর্ণ স্থানে হতে হবে। শাখাসমূহ কর্তৃক ঋণ আদায় মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে স্থান, সময় ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়ের মতামত/অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। খেলাপী ঋণ আদায় মেলায় শাখা/কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। ঋণ আদায় মেলায় অংশগ্রহণের জন্য উক্ত এলাকার ডিরেক্টর মহোদয়গণকে আমন্ত্রণ করা যাবে। ডিএমডি(এসএএমডি), জিএম(এসএএমডি), রিকভারী ডিপার্টমেন্ট-১,২,৩ এর ডিজিএমগণ এবং এমডি'স রিকভারী সেল, প্রধান কার্যালয় এর ডিজিএম/এজিএমগণকে ঋণ মেলাসমূহে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো যাবে।

আদায় মাসে **"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী"** পরিপালনকালে জিএম, বিভাগীয় কার্যালয় তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন শাখায় সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পরিদর্শনপূর্বক আদায় কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন, যা ডিএমডি (এসএএমডি)কে অবহিত করতে হবে।

বিভাগীয় অফিস/এরিয়া/কর্পোরেট শাখা ও শাখা প্রধানগণকে ন্যূনতম নিম্নোক্ত সংখ্যক ঋণ আদায় মেলার আয়োজন ও অংশ গ্রহণ করতে হবেঃ-

কার্যালয়/শাখা	কতটি ঋণ আদায় মেলায় অংশ গ্রহণ করতে হবে
বিভাগীয় কার্যালয়	ন্যূনতম ৪(চার)টি ঋণ আদায় মেলা
এরিয়া অফিস	ন্যূনতম ৮(আট)টি ঋণ আদায় মেলা
লোকাল অফিস ও জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা	ন্যূনতম ৪(চার)টি ঋণ আদায় মেলা
কর্পোরেট শাখা(গ্রেড-১/২)	ন্যূনতম ৩(তিন)টি ঋণ আদায় মেলা
অন্যান্য শাখা	ন্যূনতম ২(দুই)টি ঋণ আদায় মেলা

৫.০৫ **রিকভারী টিম প্রেরণ:**

বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী পরিপালন মাসে প্রধান কার্যালয় থেকে খেলাপী ঋণ আদায় কার্যক্রমে সরাসরি অংশ গ্রহণ এবং মনিটরিং কাজের জন্য নির্বাহী এবং কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে রিকভারি টিম গঠনপূর্বক মাঠ/শাখা পর্যায়ে প্রেরণ করা হবে। প্রতিটি টিম **"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী"** পরিপালনকল্পে ন্যূনতম ২টি ঋণ আদায় মেলার আদায় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন।

৫.০৬ **লাল রঙের পত্র প্রেরণ:**

খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য ইতোপূর্বে প্রচলনকৃত লাল পোষ্ট কার্ডে পত্র প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে (পত্রের নমুনা নিঃবিঃ ৩৯৭৬ তারিখ ১৩.১২.০৭ এর সাথে সংযুক্ত আছে)। এছাড়াও প্রয়োজনে ইউএনও/ওসি কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিশেষ নোটিশ ঋণ গ্রহীতা বরাবর প্রেরন করা যাবে।

৫.০৭ **সেমিনার/সভা আয়োজন:**

শীর্ষ খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের নিকট থেকে ঋণ আদায়ের নিমিত্তে এরিয়া ও কর্পোরেট শাখায় নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারী, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্বনামধন্য গ্রাহক এবং ঋণ খেলাপীদের সমন্বয়ে সেমিনার/সমাবেশ/আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে এবং নগদ আদায়সহ সুদমওকুফ/পুনঃতফসিল এর মাধ্যমে শ্রেণীকৃত/খেলাপী ঋণ নিয়মিত করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৬.০০ ১৫ নভেম্বর/১৭ হতে ১৪ ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত মাস ব্যাপী **"বিশেষ ঋণ আদায় কর্মসূচী"**র সফল বাস্তবায়ন ও পরিপালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ফলোআপ/মনিটর করার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী সকল বিভাগীয়, এরিয়া ও শাখা প্রধানগণকে অনুরোধ করা হল।

বর্ণিত অবস্থায়, মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল স্তরের নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে উল্লেখিত কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে নগদ আদায়সহ সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের খেলাপী/শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় ও হ্রাস করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে ডিসেম্বর/১৭ এর মধ্যে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পরামর্শ দেয়া হল।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ শহিদুল হক)
উপ-**মহাব্যবস্থাপক**

০৬/১১/১৭

(মোঃ জসীম উদ্দিন)
মহাব্যবস্থাপক (এসএএমডি)

বিতরন:

১. পিএস টু সিইও এন্ড এমডি, জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. ব্যক্তিগত সহকারী, কোম্পানী সেক্রেটারী, কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের একান্ত সচিব, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. সকল মহাব্যবস্থাপকের ব্যক্তিগত সহকারী, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা/লোকাল অফিস, ঢাকা/জনতা ভবন কর্পোঃ শাখা, ঢাকা/বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ/ঢাকা-উত্তর/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/রংপুর/বরিশাল/সিলেট/কুমিল্লা/ ময়মনসিংহ /ফরিদপুর/নোয়াখালী।
৫. চীফ এক্সিকিউটিভ, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, আবুধাবী, সংযুক্ত আরব আমিরাত।
৬. চীফ এক্সিকিউটিভ, জনতা ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড, ৪৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৭. প্রিন্সিপাল (জিএম), স্টাফ কলেজ, ঢাকা।
৮. এমডি, জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানী, এস আর এল, ইটালী/নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
৯. অফিস নথি।